সমগ্র কুরআনে
প্রিয় নবী ﷺ 'র প্রশংসা

28-August-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

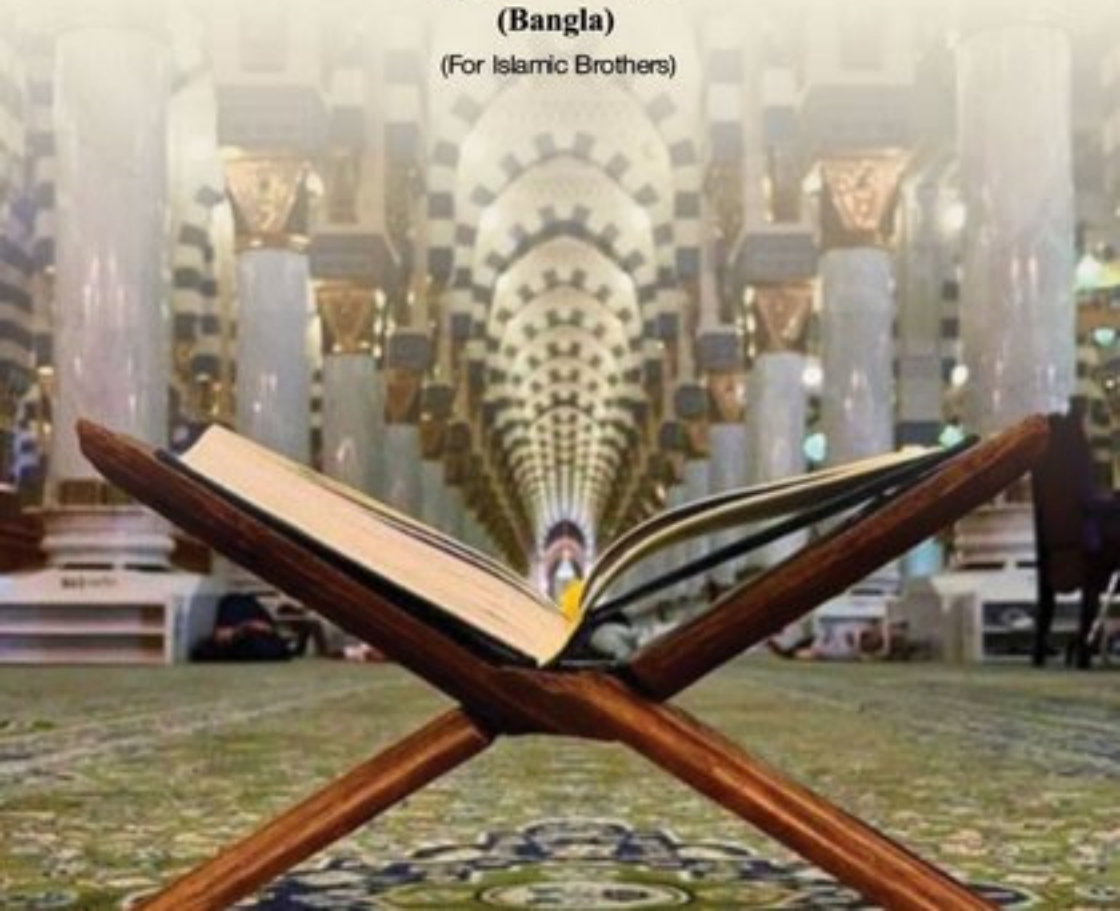

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
يَارَسُوْلَ اللهِ اُنْظُرْ حَالَنَا 6
প্রিয় নবীর অদৃশ্য জ্ঞান 8
হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম মানা ফরয..... 10
আল্লাহ চান প্রিয় নবীর সন্তুষ্টি 12
সমস্ত প্রাচুর্য তাঁর থেকেই প্রাপ্ত..... 14
হাউযে কাওসার কার নসীব হবে?..... 15
আপনার নূরানী চেহারার শপথ..... 16
কুরআন ও মুস্তফার প্রশংসা 20
সমাজের সংস্কার দ্বীনের মৌলিক উদ্দেশ্য 21
দাওয়াতে ইসলামী এবং সমাজের সংস্কার..... 22
আদর্শ সমাজ এবং দাওয়াতে ইসলামী..... 23
৮ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ 24
যিকির ও দরূদের মাদানী ফুল..... 25
ঘোষণা 26
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 27
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 27
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 27
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 27
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:..... 28

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 28
(৬) দরূদে শাফায়াত: 28
(১) এক হাজার দিনের নেকী 29
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 29
যিকির ও দরূদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল 30
দোয়ায়ে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 31
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 32
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 33
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 35
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 35
মাসিক ৪টি নেক আমল 35
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 35
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 36

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার

উপর দিনে একশ (১০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার একশ (১০০)টি হাজত (ইচ্ছ) পূরণ করবেন, যার মধ্যে সত্তরটি (৭০) পরকালে এবং ত্রিশটি (৩০) ইইকালে দেয়া হবে ।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫৫, হাদীস: ২২২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

।প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো। আদব সহকারে বসবো। বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো । নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো । যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাদের আজকের বয়ানের বিষয় হলো "সমগ্র কুরআনে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা", যাতে আমরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মর্যাদা, ফযীলত ও বরকত এবং হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করবো যা কুরআন করীমে বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! প্রথমে আমরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাহাত্ম্যপূর্ণ কিছু ঘটনা শুনি, তারপর সেই সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত এবং তার

তাফসীরভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও শুনব, আল্লাহ পাক! যেন আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান মনোযোগ সহকারে শোনার সৌভাগ্য দান করুক। اٰمین

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

يَارَسُوْلَ اللهِ اُنْظُرْ حَالَنَا

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দের কিছু শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, তখন তাঁরা কখনো কখনো আরয করতেন: "يَارَسُوْلَ اللهِ اُنْظُرْ حَالَنَا" ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন)। (অর্থাৎ আপনার পবিত্র বাণী ভালোভাবে বোঝার সুযোগ দিন)। অমুসলিমদের ভাষায় এই শব্দটি বেয়াদবির অর্থ বহন করতো এবং তারা এই বাক্যটি খারাপ নিয়তে বলা শুরু করে দিল। হযরত সা'দ বিন মু'আয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অমুসলিমদের এই পরিভাষা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, একদিন তিনি তাদের মুখ থেকে এই শব্দটি শুনে বললেন: হে আল্লাহর দুশমনেরা! তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের অভিশাপ! এখন যদি আমি কারো মুখ থেকে এই শব্দটি শুনি, তবে তার গর্দান উড়িয়ে দেব, অমুসলিমরা বললো: আপনি তো আমাদের উপর রাগ করছেন, অথচ মুসলমানরাও তো এটাই বলে! এই কথায় তিনি ব্যথিত হয়ে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে হাযির হতেই এই আয়াত নাযিল হলো, যেখানে "رَاعِنَا" (রা'ইনা) বলতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর সমার্থক অন্য শব্দ "اُنْظُرْنَا" (উনযুরনা) বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে। (**কুরতুবী, সূরা বাকারা, ১০২ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৪৪; তাফসীরে**

www.dawateislami.net

কবীর, সূরা বাকারা,: ১০৪ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/১৩৪; তাফসীরে আযিযী ২/৬৬৯)

সুতরাং, পারা ১, সূরা বাকারার ১০৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ

(পারা ১, বাকারা, আয়াত ১০৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! 'রাইনা' বলো না এবং এভাবে আরয করো, হুযুর আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন এবং প্রথম থেকেই মনোযোগ সহকারে শুনো।

(১) আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং তাঁদের দরবারে আদব বজায় রাখা ফরয, যে শব্দে সামান্যতম বেয়াদবির আশঙ্কা থাকে, তা মুখে আনা নিষিদ্ধ।

(২) যে সমস্ত শব্দের দুটি অর্থ হয়, একটি ভালো এবং একটি মন্দ, আর শব্দটি বলার সময় মন্দ অর্থটির দিকেও মন যায়, সেই শব্দগুলোও আল্লাহ পাক এবং হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

(৩) হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের আদব স্বয়ং রব্বে করীম শেখান এবং সম্মান সম্পর্কিত বিধানাবলী তিনি নিজেই জারি করেন।

(৪) এই আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام শানে বেয়াদবি করা কুফর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর অদৃশ্য জ্ঞান

আসুন, একটি ঘটনা, একটি মুবারক আয়াত, তার শানে নুযূল এবং তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শুনি,

একবার তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমার উম্মতের জন্মের পূর্বে যখন আমার উম্মত মাটির আকারে ছিল, তখন তাদের নিজ নিজ আকৃতিতে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল, যেমনটি হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সামনে পেশ করা হয়েছিল, এবং আমাকে এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে যে, কে আমার উপর ঈমান আনবে আর কে কুফরি করবে," এই সংবাদ যখন মুনাফিকদের কাছে পৌঁছাল, তখন তারা ঠাট্টা করে বলল: মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাবি করছেন যে, তিনি সেই লোকদেরও চেনেন যারা এখনও জন্ম নেয়নি, তাদের মধ্যে কে ঈমান আনবে আর কে কুফরি করবে, অথচ আমরা তাঁর সাথে থাকি আর তিনি আমাদেরকেই চেনেন না। এর উপর হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করার পর ইরশাদ করলেন: সেই লোকদের কী অবস্থা যারা আমার ইলম (জ্ঞান) নিয়ে আপত্তি করে? আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস নেই যা তোমরা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবে আর আমি তোমাদের তার সংবাদ দেব না! হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা সাহমী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দাঁড়িয়ে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পিতা কে? ইরশাদ করলেন: হুযাফা! এরপর হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দাঁড়িয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা আল্লাহ পাকের রব হওয়া, ইসলামের দ্বীন হওয়া, কুরআনের ইমাম ও পথপ্রদর্শক হওয়া এবং আপনার নবী

হওয়ার উপর সন্তুষ্ট, আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরা কি বিরত থাকবে? তোমরা কি বিরত থাকবে? তারপর মিম্বর থেকে তাশরীফ আনলেন, এর উপর আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করলেন:

(তাফসীরে খাযিন, আলে ইমরান, ১৭৯ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৩২৮)

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۹﴾

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ অবস্থায় ছাড়বার নন যে অবস্থায় তোমরা রয়েছো, যে পর্যন্ত না পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে এবং আল্লাহর শান এ নয় যে, হে সর্বসাধারণ তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন। তবে আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান, সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে।

এই মুবারক আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন, আসুন তার থেকে কিছু শুনি:

(১) একটি বিষয় এটি জানা গেল যে, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গায়বের উপর (অদৃশ্য জ্ঞানের উপর) কটাক্ষ করা এবং এই কথা বলা যে, (তাঁর) অমুক জিনিসের ইলম নেই, এটি মুনাফিকদের পদ্ধতি।

(২) মুসলমানের উপর ফরয হলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলী কোনো তর্ক ছাড়া মেনে নেওয়া।

(৩) রব্বে করীম আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসের ইলম দান করেছেন, কারণ হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যা চাও, জিজ্ঞাসা করো! আর এই (কথা) তিনিই বলতে পারেন, যার ইলম পরিপূর্ণ।।

(৪) কিয়ামত পর্যন্ত কারা ঈমান আনবে, কারা ঈমান আনবে না এবং কারা মুনাফিক, সকলেই হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমের মধ্যে রয়েছে। **(শানে হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা ৫৪- ৫৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম মানা ফরয

আসুন! আরেকটি ঘটনা, আয়াতে কারীমা, শানে নুযূল এবং তাফসীর শুনি,

মদীনার লোকেরা পাহাড় থেকে আসা পানি দিয়ে তাদের বাগানগুলোতে সেচ দিত, সেখানে একজন আনসারীর সাথে হযরত যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঝগড়া হলো যে, কে আগে নিজের ক্ষেতে পানি দেবে, এই বিষয়টি প্রিয় নবীর দরবারে পেশ করা হলো, নবী করীম, রউফুর রহিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে যুবাইর! তুমি তোমার বাগানে পানি দিয়ে তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও, হযরত যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আগে পানি দেওয়ার অনুমতি এজন্য দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর ক্ষেত আগে ছিল, তা সত্ত্বেও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারীর সাথেও

ইহসান (সদয় আচরণ) করার কথা বললেন কিন্তু সামগ্রিক সিদ্ধান্ত আনসারীর কাছে অপছন্দনীয় মনে হলো এবং তার মুখ থেকে এই কথা বের হলো যে, যুবাইর আপনার ফুফাতো ভাই, যদিও সিদ্ধান্তে হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে আনসারীর সাথে ইহসানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আনসারী তার কদর করল না, তখন হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে হুকুম দিলেন যে, নিজের বাগানকে ভালোভাবে সেচ দিয়ে পানি আটকে রাখো। এর উপর এই আয়াত নাযিল হলো।

(বুখারী, , ২/২১৫, হাদীস: ২৭০৮ - তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২/২৩৯)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۶۵﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা মুসলমান হবেনা যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না, অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরসমূহে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে।

এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় তাফসীরে সীরাতুল জীনানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লেখা হয়েছে, আসুন তা থেকে কিছু শুনি:

(১) এই আয়াতে আল্লাহ পাক নিজের রব হওয়ার সম্পর্ক তাঁর হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দিকে করেছেন এবং বলেছেন: হে হাবীব! আপনার রবের শপথ: এটা নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান শান যে, আল্লাহ পাক নিজের পরিচয় তাঁর হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে করান।

(২) (আল্লাহ পাক) হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম মানা ফরয নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং এই কথাকে নিজের রব হওয়ার শপথের সাথে (পাকা) দৃঢ় করেছেন।

(৩) আল্লাহ পাক হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম মানতে (অস্বীকার)কারীকে অমুসলিম সাব্যস্ত করেছেন।

(৪) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম মন ও প্রাণ দিয়ে মানা জরুরী এবং এ ব্যাপারে অন্তরে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এজন্যই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, তারপর নিজেদের অন্তরে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের ব্যাপারে কোনো দ্বিধা যেন না পায় এবং মন ও প্রাণ দিয়ে যেন মেনে নেয়।

(৫) এ থেকে এটাও জানা গেল যে, ইসলামী আহকাম (বিধানাবলী) মানা ফরয এবং তা না মানা কুফরী, এছাড়াও এগুলোর উপর আপত্তি করা, এগুলোর ঠাট্টা-মশকরা করা কুফরী।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২/২৩৯, ২৪০)

আল্লাহ চান প্রিয় নবীর সন্তুষ্টি

আসুন! একটি ঘটনা, একটি মুবারক আয়াত, তার শানে নুযূল এবং তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শুনি:

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে উল্লেখ আছে: যখন আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন, তখন তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম দেওয়া হলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের হুকুমের অনুসরণ করে

সেদিকে মুখ করে নামায পড়া শুরু করলেন, তবে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, খানায়ে কা'বাকে যেন মুসলমানদের কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়।

একদিন নামাযরত অবস্থায় হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আশায় বারবার আসমানের দিকে তাকাচ্ছিলেন যে, কিবলা পরিবর্তনের হুকুম এসে যাবে, এর উপর নামাযের মধ্যেই এই আয়াতে করীমা নাযিল হলো, যেখানে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি স্থির করে দেওয়া হয়েছে এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারায়ে আনোয়ারের সৌন্দয্য কুরআনে বর্ণনা করে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আকাঙ্ক্ষা ও খুশি অনুযায়ী খানায়ে কা'বাকে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হলো। সুতরাং, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের মধ্যেই খানায়ে কা'বার দিকে ফিরে গেলেন, মুসলমানরাও প্রিয় নবীর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে সেদিকে মুখ করলেন এবং যোহরের দুই রাকাত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে এবং দুই রাকাত খানায়ে কা'বার দিকে মুখ করে আদায় করা হলো।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ১/২৩৩)

যে আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছিল, তা হলো:

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ

(পারা ২, বাকারা, আয়াত ১৪৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো, সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো সেই কিবলার দিকে যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে। এখনই আপনার মুখ ফিরিয়ে নিন মসজিদে হারামের দিকে এবং হে

মুসলমানগণ! তোমরা যেখানেই থাকো স্বীয় মুখ সেটার দিকে ফিরাও।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন, আসুন তা থেকে কিছু শুনি:

(১) এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সমস্ত মানুষ আইনের অধীন এবং আইন প্রিয়জনের (নবীর) ইচ্ছার প্রতীক্ষায় থাকে।

(২) কা'বার যে সম্মান মিলেছে যে, সমস্ত আউলিয়া, গাউস ও কুতুব তার দিকে মাথা নত করেন, তা প্রিয় নবীর বদৌলতে মিলেছে, তাঁর ইচ্ছাই কা'বাকে কিয়ামত পর্যন্ত কিবলা বানিয়ে দিয়েছেন।

(শানে হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা ৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সমস্ত প্রাচুর্য তাঁর থেকেই প্রাপ্ত

আমরা এইমাত্র কিছু ঘটনা, মুবারক আয়াত, তার তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শানে নুযূলের ঘটনা শুনলাম, যা থেকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান (প্রকাশ) পাচ্ছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কুরআন করীমকে ঈমানের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তবে পুরো কুরআনই হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা। আসুন! এর আরও কিছু ঝলক দেখি:

পারা ৩০, সূরা কাওসারের ১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۞

(পারা ৩০, সূরা কাউসার, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি।

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেন: (হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি!) এবং অসংখ্য ফযীলত দান করে সমস্ত সৃষ্টির উপর (আপনাকে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, বাহ্যিক সৌন্দর্যও দিয়েছি, আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যও (দান করেছি), উচ্চ বংশও (দিয়েছি), নবুয়তের সর্বোচ্চ মর্যাদাও, কিতাবও (দান করেছি এবং) হিকমতও, (সবার চেয়ে) বেশি ইলমও দিয়েছি এবং (সবার আগে) শাফায়াত করার অধিকারও, হাউযে কাওসারের (মতো মহান নেয়ামতও দিয়েছি এবং) মাকামে মাহমুদও, উম্মতের আধিক্যও (আপনার অংশ এবং) (দ্বীনের শত্রুদের) উপর বিজয়ও (আপনাকে দান করা হয়েছে), অসংখ্য বিজয়ও (আপনার জন্য) এবং এমন অগণিত নেয়ামত ও ফযীলত (আপনাকে দান করা হয়েছে) যার কোনো সীমা নেই। **(খাযায়িনুল ইরফান, পৃষ্ঠা ১১২৩)**

হাউযে কাওসার কার নসীব হবে?

سُبْحَانَ الله! আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অনেক কিছু দান করা হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু দান করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে একটি হাউয (ঝর্ণা) দান করেছেন যার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, এবং (মৃগনাভি) মুশক এর চেয়ে বেশি সুগন্ধি। যে একবার পান করবে, সে আর

www.dawateislami.net

কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা থেকে তাঁর উম্মতকে পরিতৃপ্ত করাবেন। **(কিতাবুল আকাইদ, পৃষ্ঠা ৩৬)**

কিয়ামতের দিন যখন নফসী নফসী (শুধু নিজের চিন্তা) এর অবস্থা হবে এবং গরমের তীব্রতায় মানুষের জিহ্বা শুকিয়ে কাঁটা হয়ে যাবে, সেই সময় ঐসকল লোকেরা সৌভাগ্যবান হবে, যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাউযে কাওসার থেকে পরিতৃপ্ত করাবেন। হাদীসসমূহে এমন নেক আমলের বর্ণনা রয়েছে যার বরকতে কাওসারের পানি নসীব হবে, সেই বর্ণনা গুলোর সারমর্ম হলো: ✯ ✯ কাওসারের পানি সে পাবে, যে দরূদ এর আধিক্য করবে। ✯ ✯ কাওসারের পানি সে পাবে, যে রোযাদারকে ইফতার করাবে। ✯ ✯ কাওসারের পানি সে পাবে, যে অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকবে। ✯ ✯ কাওসারের পানি সে পাবে যে আল্লাহর পথের মুসাফিরদের পানি পান করাবেন।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, সফরুল মুযাফফর ১৪৪১ হিঃ, পৃষ্ঠা ২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আপনার নূরানী চেহারার শপথ

আমরা কুরআনে করীমে বর্ণিত হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও গুণাবলী সম্পর্কে শুনছিলাম, আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে তাঁর প্রিয় হাবীবের নানানভাবে প্রশংসা করেছেন, কোথাও তো অনেক আয়াতে হুযুর আনোয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা বিদ্যমান, আবার কোথাও পুরো সূরাই হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী বর্ণনা করতে দেখা যায়, কোথাও হাবীবের পদধূলির শপথ করা হয়েছে, তো কোথাও হাবীবের পবিত্র শহরের শপথ! কোথাও হাবীবের সাথে সম্পর্কিত জিনিসের মর্যাদা

ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, তো কোথাও হাবীবের পবিত্র চেহারার শপথ! কোথাও হাবীবের রাতের অন্ধকারে করা ইবাদতের বর্ণনা করা হয়েছে, তো কোথাও হাবীবের উত্তম চরিত্রের বর্ণনা, কোথাও নিজের হাবীবের তা'যীম (সম্মান) সম্পর্কে ঈমানদারদের জানানো হয়েছে, তো কোথাও নিজের আনুগত্যের সাথে সাথে হাবীবের আনুগত্যকে আবশ্যক করা হয়েছে, কোথাও হাবীবের কালো চুলের কথা বলা হয়েছে, তো কোথাও হাবীবের মে'রাজে যাওয়ার বর্ণনা, কোথাও হুযুর আনোয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মু'মিনদের উপর স্নেহশীল ও দয়ালু হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে, তো কোথাও নিজের ভালোবাসার মাপকাঠি হিসেবে হাবীবের অনুসরণকে স্থির করা হয়েছে, মোটকথা, সমগ্র কুরআনই প্রিয় নবীর প্রশংসা।

সূরা 'ওয়াদ-দুহা' কেই দেখুন, এই সম্পূর্ণ সূরাটিই রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা সম্বলিত, বিশেষ করে এর প্রথম দুটি আয়াতে তো অত্যন্ত অনন্য শৈলীতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চেহারাকে চাশতের (মধ্যাহ্নের পূর্বের) সময়ের সাথে এবং পবিত্র চুলকে রাতের অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾

(পারা ৩০, আদ-দুহা, আয়াত ১,২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: চাশত (পূর্বাহ্ন) এর শপথ এবং রাতের, যখন পর্দা আবৃত করে।

হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "তাফসীরে কাবীর"-এ লেখেন: "وَالضُّحٰى" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উজ্জ্বল

চেহারার শপথ এবং "وَالَّيۡلِ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কালো চুলের শপথ। (তাফসীরে কবীর, ১১/১৯১),

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কথার শপথ করে ইরশাদ করেছেন:

وَقِيۡلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوۡمٌ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۸۸﴾

(পারা ২৫, আয-যুখরুফ, আয়াত ৮৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি রাসূল এর ঐ উক্তির শপথ করছি, হে আমার প্রতিপালক! এসব লোক ঈমান আনে না।

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শহরের শপথ করে ইরশাদ করেছেন:

وَلَاۤ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِ

(পারা ৩০, আল-বালাদ, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমায় এ শহরের শপথ।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার আইন হলো, যখন কোনো বাদশাহ তাঁর দরবারীদের মধ্যে কাউকে তাঁর অনুগ্রহে বিশেষিত করেন, তখন তাঁকে এমন বিশেষ পুরস্কার দান করেন, যা দ্বারা তাঁর মর্যাদা ও পদমর্যাদা সকলের কাছে প্রকাশ পায় এবং সে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে যায়, যে সকল গুণাবলী ও পদমর্যাদা অন্যকেও দেওয়া হয়েছে, বাদশাহ তাঁর বিশেষ ও নির্বাচিত দরবারীদেরকে সেগুলো দেওয়ার সাথে সাথে আরও অনেক উন্নত পদমর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেন।ঠিক একইভাবে, প্রকৃত বাদশাহ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় নবী, صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত সৃষ্টি থেকে

অধিক নেয়ামত দিয়ে নিজের বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন এবং কুরআন করীমে রব্বে করীম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপাধির সাথে তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা করেছেন। যেমন:

✯ সূরা ফাত্হ, ২৯ নং আয়াতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) বলা হয়েছে। ✯ সূরা আলে ইমরান, ৩৩ নং আয়াতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে"مصطفٰے" (মুস্তফা) বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ✯ সূরা আলে ইমরান, ১৭৯ নং আয়াতে مجتبیٰ (মুজতাবা) বলা হয়েছে। ✯ সূরা জিন, ২৭ নং আয়াতে তাঁকে "مرتضٰی" (মুরতাজা) এর উপাধিতে স্মরণ করা হয়েছে। ✯ সূরা বনী ইসরাঈল, ১ নং আয়াতে "عبدِ کامل" (আবদে কামিল) ✯ সূরা মায়িদা, ১৫ নং আয়াতে তাঁকে "نور" (নূর) বলা হয়েছে। ✯ সূরা নিসা, ১৭৪ নং আয়াতে "بُرھان" (বুরহান - সুস্পষ্ট প্রমাণ)। ✯ সূরা আহযাব, ৪০ নং আয়াতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে "خَاتَمُ النَّبِيّٖن" - (নবীদের মধ্যে শেষ নবী) বলা হয়েছে। ✯ সূরা আহযাব, ৪৫ নং আয়াতে এ "شاھد" (সাক্ষীদাতা, উপস্থিত ও প্রত্যক্ষদর্শী), "منیر سراج" (উজ্জ্বল প্রদীপ) এবং "داعی اِلَی اللہ" (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) বলা হয়েছে। ✯ সূরা ইয়াসীন, ১ নং আয়াতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে "یٰس" (ইয়াসীন) বলা হয়েছে। ✯ সূরা ত্বহা, ১ নং আয়াতে "طٰہٰ" (ত্বহা) বলা হয়েছে। ✯ সূরা বাকারা, ১১৯ নং আয়াতে এ "بشیر" (সুসংবাদদাতা) এবং "نذیر" (সতর্ককারী) বলা হয়েছে। ✯ সূরা মুযযাম্মিল, ১ নং আয়াতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে

"مُزَّمِّل" (মুযযাম্মিল) বলা হয়েছে। ✯ সূরা মুদ্দাসসির, ১ নং আয়াতে "مُدَّثِّر" (মুদ্দাসসির) বলা হয়েছে। ✯ সূরা আলে ইমরান, ১৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মু'মিনদের উপর তাঁর "احسان" (অনুগ্রহ) হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। ✯ সূরা আম্বিয়া, ১০৭ নং আয়াতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত জগতের জন্য "رحمت" রহমত হিসাবে ঘোষণা করেছেন। ✯ সূরা কলম, ৪ নং আয়াতে তাঁকে "صاحبِ خُلُقِ عظیم" (মহান চরিত্রের অধিকারী) বলা হয়েছে। ✯ সূরা বনী ইসরাঈল, ১ নং আয়াতে "صاحبِ معراج" (মে'রাজের অধিকারী) বলা হয়েছে। ✯ সূরা বাকারা, ১২৯ নং আয়াতে دُعائے ابراهیمی (ইবরাহীমের দোয়া) হিসাবে সাবস্ত্য করা হয়েছে। ✯ সূরা সাফফা, ৬ নং আয়াতে بشارتِ عیسیٰ (ঈসার সুসংবাদ) বলা হয়েছে। ✯ সূরা কাওসার, ১ নং আয়াতে صاحبِ کوثر (কাওসারের অধিকারী) এবং ✯ সূরা বনী ইসরাঈল, ৭৯ নং আয়াতে صاحبِ مقامِ محمود (প্রশংসিত স্থানের অধিকারী) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআন ও মুস্তফার প্রশংসা

আপনারা শুনলেন তো! কুরআন করীমে স্বয়ং রব্বে করীম তাঁর হাবীবের প্রশংসা করছেন, যার প্রশংসা স্বয়ং তাঁর রব করেন, কোনো মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহ পাকের হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসার حق (হক) আদায় করতে পারবে।

আমরা আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র ও শান, তাঁর ফযীলত এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ শুনছিলাম। নিশ্চয়ই আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান তো অতুলনীয়, নিশ্চয়ই যে সত্তার উপর আল্লাহ পাকের মহান অনুগ্রহ রয়েছে, তাঁর ফযীলত কে গণনা করতে পারে?

হযরত ইমাম কাযী আয়ায মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "শিফা শরীফে লিখেন: حَارَتِ الْعُقُوْلُ فِيْ تَقْدِيْرِ فَضْلِهٖ عَلَيْهِ وَخَرِسَتِ الْأَلْسُنُ অর্থাৎ আল্লাহ করীমের যে (অনুগ্রহ) হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রয়েছে, তার পরিমাপ করতে গিয়ে বিবেক হয়রান এবং জিহ্বা অপারগ হয়ে গিয়েছে।

(আশ-শিফা বিত তা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা, ১/১০৩)

সমাজের সংস্কার দ্বীনের মৌলিক উদ্দেশ্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ২রা সেপ্টেম্বর হলো (ইয়াওমে দাওয়াতে ইসলামী) তথা দাওয়াতে ইসলামী দিবস। আসুন! এই প্রিয় সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী সম্পর্কে কিছু শুনি:

সমাজের সংস্কার দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। পারা ১৩, সূরা ইবরাহীম, ১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আলিফ লাম রা, একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন।

জানা গেল, কুরআন করীমের নাযিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এটাও যে, এর মাধ্যমে সমাজের (Society) ব্যক্তিদের অন্ধকার থেকে বের করে আলো ও উজ্জ্বলতায় নিয়ে আসা হবে, যারা কুফরের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ঈমানের আলোর দিকে আনা হবে। ✯ যারা গুনাহের অন্ধকারে রয়েছে, তাদের নেকীর আলোর দিকে আনা হবে। ✯ যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছে, তাদের দ্বীনি ইলমের আলো দ্বারা সজ্জিত করা হবে। ✯ যারা দুশ্চরিত্র ও মন্দ আচরণের অন্ধকারে রয়েছে, তাদের উত্তম চরিত্র ও আচরণের আলোর দিকে আনা হবে। ✯ যারা নফসের চাহিদার অনুসারী, তাদের আনুগত্য ও ইবাদতের আলোর দিকে আনা হবে। ✯ যারা দুনিয়ার ভালোবাসা ও সম্পদের লালসার অন্ধকারে রয়েছে, তাদের আখিরাতের চিন্তার আলো দ্বারা সজ্জিত করা হবে। মোটকথা, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোনো ধরনের অন্ধকারে রয়েছে, তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলো ও উজ্জ্বলতা প্রদান করা, এটি কুরআন নাযিলের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উদ্দেশ্য।

(তাফসীরে খাযিন, পারা: ১৩, সূরা ইবরাহীম, ১ নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/২৭)

দাওয়াতে ইসলামী এবং সমাজের সংস্কার

আজকের যুগ কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগ, কিয়ামতের অনেক নিদর্শন পূরণ হতে চলেছে, সবদিকে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, (নির্লজ্জতা) বেড়েই চলেছে, গুনাহের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে দাওয়াতে ইসলামী اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলোর রশ্মি ছড়াচ্ছে, ✯ দাওয়াতে ইসলামী ফিতনায় ভরা এই যুগে আলো বিতরণ করছে। ✯ দাওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করছে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখছে। ✯ দাওয়াতে ইসলামী অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে,

গুনাহগার মুসলমানদের সৎপথের মুসাফির বানাচ্ছে। ✯ দাওয়াতে ইসলামী অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করছে, ইলমে দ্বীনের নূর বিতরণ করছে এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে সমাজে উদ্ভূত মন্দ কাজের সামনে বাঁধ দিচ্ছে। ✯ সমাজের অধঃপতনের এমন কোনো দিক আছে কি, যার সংশোধনের চেষ্টা দাওয়াতে ইসলামী করছে না? জীবনের এমন কোনো (Department) শাখা আছে কি, যেখানে দাওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাচ্ছে না?

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী সবদিকেই আছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আছে, ✯ ধনী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে শ্রমিক পর্যন্ত, ✯ উকিল (Lawyers) এবং বিচারক থেকে শুরু করে অভিযুক্ত পর্যন্ত, ✯ পুলিশ থেকে শুরু করে অপরাধী পর্যন্ত, ✯ ব্যবসায়ী কোম্পানি থেকে শুরু করে (Retail Market) খুচরা বাজার পর্যন্ত, ✯ ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট পর্যন্ত, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে দাওয়াতে ইসলামী কমবেশি প্রতিটি স্তরে নেকীর দাওয়াত (ব্যাপক) করে আলো বিতরণে ব্যস্ত।

আদর্শ সমাজ এবং দাওয়াতে ইসলামী

একটি আদর্শ সমাজের জন্য যে জিনিসগুলোর প্রয়োজন হয়, বা এভাবে বলা যায় যে, একটি প্রকৃত ইসলামী সমাজ যে ভিত্তিগুলোর উপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেই ভিত্তিগুলোর বিবেচনায় যদি চিন্তা করা হয়, তবে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো আল্লাহর ভয় এবং রাসূলের মুহাব্বাত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী এমন একটি দ্বীনি সংগঠন যা আজকের যুগেও কবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আজকের এই উন্নত যুগেও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে এমন অনেক ব্যক্তি পাওয়া

যাবে, যাদের নিয়মিত আমল পূর্ববর্তী নেককারদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কবরস্থানে যাওয়া, কবর দেখে আল্লাহর ভয়ে কাঁদা, জানাযা দেখে ব্যাকুল হয়ে যাওয়া, রাতে উঠে উঠে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরানো, কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে তওবা করা,এইসব পবিত্র অবস্থা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে দেখতে পাওয়া যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই সময়ে দাওয়াতে ইসলামী সম্ভবত একমাত্র দ্বীনি সংগঠন, যা অন্তরকে আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত রাখে, একইভাবে এই প্রিয় পরিবেশে ইশকে মুস্তফার সুধা পরিপূর্ণ ভাবে পান করানো হয়, এর সাথে সাথে সাহাবা ও আহলে বাইতের ভালোবাসাও মিশিয়ে পান করানো হয়, আপনি নিজেও এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত থাকুন এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের, আপনার সন্তানদের এবং বন্ধু-বান্ধবদেরও এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই কল্যাণ লাভ হবে।

৮ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ

হে আশিকানে রাসূল! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের প্রিয় মাস রবিউল আউয়াল চলমান, এই মাসে দরূদে পাকের আধিক্য করা উচিত, দরূদে পাক সংক্ষিপ্ত এবং মহিমান্বিত আমল কিন্তু এর সওয়াব অনেক বেশি, এর বরকতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়, তাই, শাফায়াতে মুস্তফার অধিকারী হওয়ার জন্য দরূদে পাকের আধিক্য করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে বিভিন্ন সময় দরূদে পাকের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় এবং দরূদ শরীফ পড়ার উৎসাহ তো "৭২ নেক

আমল" এর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং "৭২ নেক আমল" এর মধ্যে ৮ নং নেক আমল হলো এই যে, "আপনি কি আজ কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছেন?" এই নেক আমলের উপর যদি আমরা আমল করি, তবে আমরা দরূদে পাক পড়ার অভ্যস্ত হয়ে যাব, তাই, দরূদে পাক পাঠের অভ্যাস গড়ার জন্য নেক আমলের উপর আমল করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যিকির ও দরূদের মাদানী ফুল

আসুন! যিকির ও দরূদ সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি, প্রথমে দুটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে এবং যে করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের মতো। **(বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, ৪/২২০, হাদীস: ৬৪০৭)** (২) ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সে হবে, যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। **(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)** ✯ আল্লাহর যিকির সবসময়ই রূহানী (আত্মিক খাদ্য) ✯ কিছু আল্লাহর আউলিয়া তিন তিন বছর পানি পান করেননি, কিন্তু জীবিত ছিলেন, কীভাবে? আল্লাহর যিকিরের বরকতে। **(মিরাআতুল মানাজীহ, ৭/৩২০)** ✯ আল্লাহর যিকিরের আধিক্য করুন, আল্লাহ পাকের বিশেষ বান্দা হয়ে যাবেন। **(আরাবী কে সাওয়ালাত আওর আরাবী আক্বা কে জাওয়াবাত, পৃষ্ঠা ৩)** ✯ হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর বাণী: মোরগ বলে: "اُذْكُرُوا اللهَ يَا غَافِلِيْن" অর্থাৎ হে উদাসীনরা! আল্লাহর যিকির করো। **(ফয়যুল ক্বাদীর, ১/৪৮৮, হাদীস: ১৯৫ নং হাদীসের ব্যাখ্য) (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৯)** ✯ দরূদে পাক এমন একটি আমল যা স্বয়ং আল্লাহ পাকও করেন। **(গুলদস্তায়ে দরূদ ও সালাম, পৃষ্ঠা ১৭)** ✯ যদি এমন কোনো কাজ থাকে

যা আল্লাহ পাকও করেন, ফেরেশতারাও করেন এবং মুসলমানদেরকেও তার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তবে তা হলো কেবলমাত্র নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। **(গুলদস্তায়ে দরূদ ও সালাম, পৃষ্ঠা ২০)**

ঘোষণা

যিকির ও দরূদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৮ আগস্ট ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

যিকির ও দরূদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল

✯ আল্লাহ পাকের দরূদ হলো রহমত নাযিল করা, আর ফেরেশতাদের এবং আমাদের দরূদ হলো রহমতের দু'আ করা। **(গুলদস্তায়ে দরূদ ও সালাম, পৃষ্ঠা ২১)** ✯ দরূদ শরীফ পড়া মূলত নিজের প্রতিপালকের দরবারে চাওয়ার একটি উত্তম পদ্ধতি। **(গুলদস্তায়ে দরূদ ও সালাম, পৃষ্ঠা ২২)** ✯ দরূদ ও সালাম পড়া আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি হওয়ার কারণ। **(গুলদস্তায়ে দরূদ ও সালাম, পৃষ্ঠা ১২)** ✯ বরকত লাভ, অভ্যন্তরীন উন্নতি এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভের জন্য দরূদ ও সালামের আধিক্যের চেয়ে বড় কোনো মাধ্যম নেই। **(গুলদস্তায়ে দরূদ ও সালাম, পৃষ্ঠা ১৭)** ✯ দরূদে পাক দোয়া কবুলের কারণ। **(ফিরদাউসুল আখবার, , ২/২২, হাদীস: ৩৫৫৪)** ✯ দরূদে পাক সমস্ত পেরেশানি দূর করার জন্য এবং সমস্ত হাজত (ইচ্ছা) পূরণের জন্য যথেষ্ট। **(দুররে মানসূর, পারা ২২, আল-আহযাব, ৫৬ নং আয়াতের পাদটীকা, ২/২৫৪)** ✯ দরূদে পাক গুনাহের কাফফারা। **(জালাউল আফহাম, পৃষ্ঠা ২৩৪)** ✯ দরূদে পাক সদকার স্থলাভিষিক্ত, বরং সদকার চেয়েও উত্তম। **(জাযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা ২২৯)** ✯ দরূদ শরীফে বিপদ-আপদ দূর হয়। ✯ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়। ✯ ভয় দূর হয়। ✯ অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ হয়। ✯ শত্রুদের উপর বিজয় লাভ হয়। ✯ দরূদ শরীফ পড়লে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি লাভ হয়। ✯ মৃত্যুর কষ্ট সহজে লাঘব হয়। ✯ দুনিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্তি মেলে। ✯ অভাব দূর হয়। ✯ ভুলে যাওয়া জিনিস মনে পড়ে যায়। **(জাযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা ২২৯)**

দোয়ায়ে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সময়সূচী অনুযায়ী দোয়ায়ে মুস্তফা মুখস্থ করানো হবে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় এই দোয়াটি পাঠ করতেন, সেটি হলো:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِکَ

অনুবাদ: হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখো। **(মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃষ্ঠা ২০৩)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد